

Islamic Online Madrasah (IOM)

AQD101 Module:16

Majharul Islam Sayed

ঈমান বিল ইয়াউমিল আখির: হাউযে কাউসার ও শাফা'আত প্রসঙ্গ

হাউয (الحوض) অর্থ চৌবাচ্চা, পুকুর বা জলাশয়। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ সা. কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন, যেখান থেকে তাঁর উম্মাত কিয়ামতের দিন পানি পান করবে। ত্রিশেরও অধিক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনু আবিল ইয হানাফী শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ গ্রন্থে বলেনঃ —

الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر؛ رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا- ولقد استقصى طرقها شيخنا العلامة عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في اخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية

“হাউযের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলি বর্ণিত। আমাদের উস্তাদ আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রাহ) 'আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া' নামক তার বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন। এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

ان قدر حوضي كما بين ايلة وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء

"ফিলিস্তিন থেকে ইয়ামানের সান'আ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউযের পরিমাণ তদ্রূপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

ان حوضي ابعد من ايلة من عدن- لهو اشد بياضا من الثلج و احلى من العسل باللبن ولأنيته من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا، يا رسول الله! اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم. لكم سيما ليست لاحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء

“আদান (ইয়ামান) থেকে আইলা (ফিলিস্তিন) -এর যে দূরত্ব তার চেয়ে বেশি প্রশস্ততা আমার হাউযের। তার পানি বরফের চেয়েও বেশি শুভ্র এবং মধু মিশ্রিত দুধের চেয়েও বেশি মিষ্ট। তার পানপাত্রগুলির সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়েও বেশি। একজন মানুষ যেমন তার হাউয থেকে অন্য মানুষদের উট ঠেকিয়ে রাখে আমি তেমন ভাবে আমার উম্মতি ছাড়া অন্য মানুষদের ঠেকিয়ে রাখব। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমাদের এমন একটি চিহ্ন রয়েছে যা অন্য কোনো উম্মাতের নেই, তোমরা আমার নিকট যখন আগমন করবে তখন ওয়ুর কারণে তোমাদের ওয়ুর অঙ্গগুলি শুভ্রতায় উদ্ভাসিত থাকবে।

সাহল ইবনু সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন:-

اني فرطكم على الحوض- من مر علي شرب. ومن شرب لم يظماً ابداً. ليريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني
ثم يحال بيني وبينهم؛ فاقول انهم مني. فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك (في رواية- انك لا تدري ما عملوا
بعدك) فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي

“আমি আগে হাউযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব: এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে: আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী সব নব উদ্ভাবন করেছিল। (দ্বিতীয় বর্ণনায় আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হয়ে যাক! তারা দূর হয়ে যাক।

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন ,

بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بين اظهرنا اذ اغفى إغفاءة ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال انزلت علي انفا سورة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. (انا اعطيناك الكوثر....) ثم قال اتدرون ما الكوثر؟ فقلنا. الله ورسوله اعلم. قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة انيته عدد النجوم فيخلج العبد منهم اقول رب انه من امتي فيقول ما تدري ما احدث بعدك

“একদিন রাসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাঁসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার উপরে একটি সূরা নাযিল করা হলো। অতঃপর তিনি সূরা কাউসার পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন: কাউসার হলো একটি নদী, যা মহান আল্লাহ আমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায়: যা তিনি আমাকে প্রদান করেছেন)। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এ হলো হাউয, যেখানে আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন আমার নিকট আগমন করবে। তার পানপাত্রগুলি তারকারাজির ন্যায়। কোনো কোনো বান্দাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, এ তো আমার উম্মাতের একজন। তখন তিনি বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন করেছিল।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ومائه ابيض من الورق (من اللبن) وريحه اطيب من المسك وكيزانه
كنجوم السماء. فمن شربه منه، لم يظما بعده ابدا

“আমার হাউসের প্রশস্ততা একমাসের পথ। এর সকল কোণ সমান। এর পানি দুধের চেয়েও (অন্য বর্ণনায় রৌপ্যের চেয়েও) শুভ্র এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।”

الشفاعة - সুপারিশ

শাফা'আত (الشفاعة) অর্থ সুপারিশ করা বা কারো দাবি বা আদারকে সমর্থন করা। শব্দটি “আশ-শাফউ (الشفع) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জোড়া বা জোড়া বানানো। শাফা'আতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি.) বলেনঃ “হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আত শব্দটি এসেছে জাগতিক বা আখিরাতের বিষয়ে। এর অর্থ পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা।” আমরা দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ, খৃস্টানগণ ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের শাফা'আতকে তাদের অধিকার ও ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মনে করত যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শাফা'আত করার জন্য নিঃশর্ত ও উন্মুক্ত অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কাজেই তারা তাদের ইচ্ছামত যে কাউকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা তাদের শাফা'আত লাভের আশায় অতিভক্তি বা শিরকে লিপ্ত হতো।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর খারিজী, মু'তায়িলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা পাপীদের জন্য নবীগণের বা অন্যদের শাফা'আত অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে তাদের দলিলগুলি মূলত দু প্রকারের: (১) কুরআন কারীমের শাফা'আত অস্বীকার বিষয়ক আয়াতগুলি এবং (২) তাদের মতবাদ ভিত্তিক যুক্তি। তাদের মতে পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেওয়া আল্লাহর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফা'আতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে শাফা'আত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ ব্যাখ্যা করবো।

কুরআন কারীমে শাফা'আত:-

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফা'আত কবুল করা হবে না, আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফা'আতের অধিকার রাখবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শাফা'আতকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবেনা এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।” সূরা বাকারা, ২:৪৮

তিনি আরো বলেনঃ

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্য ও পাবে না।”

সূরা বাকারা, ২:১২৩

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।”

সূরা বাকারা, ২:২৫৪

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقَدُونَ

“আমি কি তার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।”

সূরা ইয়াসীন ৩৬:২৩

তিনি আরো বলেন :

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“তুমি এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান হবে।” সূরা আনআম ৭:৫১

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

“এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।” সূরা আনআম ৭:৭০

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:—

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

“আল্লাহ তিনি আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।” সূরা সাজদাহ ২১:৪

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَنُتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং তাদের শিরক করা থেকে তিনি উদ্ধে।”

সূরা ইউনুস ১০:১৮

অন্যত্র বলা হয়েছে:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।” সূরা যুমার ৩৯:৪৪

উপরের আয়াতগুলিতে বাহ্যত শাফা'আত অস্বীকার করা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফিরকা দাবি করে যে, কিয়ামতের দিন কারো শাফা'আতে কোনো পাপীর ক্ষমালাভের ধারণা বাতিল ও ভিত্তিহীন।

বস্তুত এ সকল আয়াতে মূলত শাফা'আত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওহীর জ্ঞানের সাথে কিছু কল্পনা যোগ করে আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা প্রিয়পাত্রগণ শাফা'আতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। তারা তাদের ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করে মুক্তি দিতে পারবেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে, শাফা'আতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যান্য আয়াতে শাফা'আতের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি শাফা'আত করবেন তিনি যদি শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লাহর অনুমতি গ্রহণ করেন এবং যার জন্য শাফা'আত করবেন তার প্রতি যদি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন তবে সেক্ষেত্রে শাফা'আত করার সুযোগ আল্লাহ প্রদান করবেন। যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তার জন্য কেউই শাফা'আত করবে না। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

”কে সে? যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?” সূরা বাকারা ২:২৫৫

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
“তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবু ও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ” সূরা ইউনুস ১০:৩

তিনি আরো বলেন :

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
“যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।”

- সূরা মারইয়াম ১৯:৮৭

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلٌ

“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।” সূরা ত্বহা ২০:১০৯

আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেনঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

"যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না ।" সূরা সাবা ৩৪:২৩

অন্যত্র তিনি বলেন:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ

"তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ।"

সূরা আশ্বিয়া ২১:২৮

আরো বলেন:

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

"আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন ।" সূরা নাজম ৫৩:২৬

উপরের আয়াতগুলি থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পারিঃ

(১) শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শাফা'আতের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

(২) আল্লাহ অনুমতি দিলে কেউ শাফা'আত করতে পারবেন।

(৩) যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট শুধু তাকেই অনুমতি প্রদান করবেন।

(৪) আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবেন বলে কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য কারা তার অনুমতিক্রমে সুপারিশ করতে পারবেন তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় নি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(৫) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্যও আল্লাহর অনুমোদন পূর্বশর্ত।

(৬) যে ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না।

হাদীস শরীফে শাফা'আত:-

অগণিত হাদীসে কিয়ামতের দিন নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন আমল শাফা'আত করবে এবং তাদের শাফা'আত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন।

হাদীসে বর্ণিত শাফা ' আতের পর্যায়গুলি নিম্নরূপে ভাগ করা যায় :

(১) শাফা'আতে উযমা বা মহোত্তম শাফা'আত। এদ্বারা বিচার শুরুর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা বুঝানো হয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট গমন করে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ (সা.) -এর নিকট গমন করবেন। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করবেন মানুষদের বিচার শেষ করে দেওয়ার জন্য।

(২) রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর শাফা'আতে মহান আল্লাহ তার উম্মতের অনেক গোনাহগারকে ক্ষমা করবেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(৪) উম্মতে মুহাম্মাদীর অনেক নেককার মানুষ শাফা'আত করবেন।

(৫) সন্তানগণ তাদের পিতামাতাদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৬) কুরআন তার তিলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফা'আত করবে।

(৭) সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত শাফা'আত করবে এবং তা কবুল করা হবে।

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাফা'আতের অর্থ এই নয় যে, ফিরিশতাগণ বা অন্য কোন বান্দা ইচ্ছামত কোনো মানুষকে সুপারিশ করবেন। কেউ যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দার মানত করে, তাকে সাজদা করে, তাকে ডাকে বা তাকে চুড়ান্ত ভক্তি করে এবং আশা করে যে, এরূপ করাতে উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তার জন্য সুপারিশ করবেন তবে তার এরূপ আশা মরিচিকার পিছে ছোট্ট ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যক্তির শাফায়াত লাভ তো দূরের কথা তার মানত, সাজদা, ডাক বা চুড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিতে যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা সন্তুষ্টি বোধ করেন, তবে তাকেও আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে বা ঈমান বিশুদ্ধ না করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না করে কিন্তু কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবাসে, তাকে ভক্তি-সম্মান করে বা সর্বদা তার জন্য দু'আ করে এবং আশা করে যে, উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তাকে সুপারিশ করে আল্লাহর

অসম্ভব থেকে রক্ষা করবেন তবে বাতুল আশা ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমান ও তাওহীদ বিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর সম্ভব অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তবে মহান আল্লাহ তার প্রতি সম্ভব হলে তার কোনো সম্মানিত বান্দাকে তার জন্য শাফা'আত করার অনুমতি প্রদান করবেন। মূল বিষয় আল্লাহর সম্ভব। মহান আল্লাহ কোনো পাপী বান্দার তাওহীদ ও ঈমানে সম্ভব হলে তিনি নিজেই তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অথবা তার কোনো সম্মানিত বান্দাকে সম্মান করে তার জন্য শাফা'আতের অনুমতি দিতে পারেন।

মু'তাযিলাগণ শাফা'আতে উযমা স্বীকার করে; কারণ তা তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। পাপী মুমিনের জন্য শাফা'আত বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ও হাদীসকে তারা শাফা ' আতে উযমা বলে ব্যাখ্যা করে বা বাতিল করে দেয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সকল প্রকারের শাফা'আতেই বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই। তিনি যার উপর সম্ভব হবেন তার জন্য তিনি দয়া করে শাফা'আতের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি যার উপর সম্ভব থাকবেন তার জন্য তার অনুমতিপ্রাপ্ত কেউ শাফা'আত করলে তিনি ইচ্ছা করলে তা কবুল করে গোনাহগার মুমিনকে ক্ষমা করতে পারেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা ' আতের আকীদা ব্যাখ্যা করে বলেন:

وشفاعة الانبياء عليهم السلام حق وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين و لاهل الكبائر منهم
المستوجبين العقاب حق ثابت

“নবীগণের শাফা'আত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারীগণের জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের নবী (সা.) -র শাফা'আতও সত্য।”